আত্মহত্যা নয়
আত্মনির্ভরশীলতাই রক্ষা করবে নারীকে

আইরীন নিয়াজী মান্না

দীর্ঘ ১৮ বছরের সংসার ও সন্তান ফেলে রেখে আরেক নারীর হাত ধরে চলে গেছে স্বামী। এই ক্ষোভ ও অভিমানে গত জুনে দুই সন্তানসহ আত্মহত্যা করেন রিতা। আরেক ঘটনায় পরকীয়ায় পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ানো একমাত্র পুত্রসন্তানকে ২২ জুন নির্মমভাবে বিদায় নিতে হয়েছে পৃথিবী থেকে। কয়েকদিন আগে একই ধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটে রাজধানীর খিলগাঁও এলাকায়। স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করায় যখন কোনো সমাধান জুটছিল না, তখন গায়ে কেরোসিন ঢেলে দুই সন্তানসহ আত্মহত্যার চেষ্টা চালায় বিলাসী নামে এক গৃহবধূ। পরে মাত্র দুইদিনের ব্যবধানে হাসপাতালে মৃত্যু হয় মাসহ দুই সন্তানের। গত ৯ আগস্ট একই ধরনের একটি ঘটনায় বনানী এলাকায় রেলগাড়ির নিচে দেড় বছরের শিশু সন্তানসহ ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালায় আরেক গৃহবধূ মাকসুদা। পরের দিন ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়। তাঁর শিশুকন্যা তানজিনার এখনো হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

শুধু রাজধানী নয় এমন ঘটনা রাজধানীর বাইরেও ঘটে চলেছে। সম্প্রতি দেশে সন্তানসহ নারীদের আত্মহননের ঘটনা বেড়েছে উদ্বেগজনক হারে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন কেন ঘটছে এমন আত্মহত্যা ও হত্যার মতো ঘটনা? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পারিবারিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়ে এবং সমাজে কারো কাছে আশ্রয় না-পেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে অসহায় নারীরা। তাঁরা বলছেন, দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক সম্পর্কে আস্থা ও বিশ্বাসহীনতার কারণে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। একই সঙ্গে বহুগামিতা, পরকীয়া প্রেম ও অস্থির মনস্তত্ত্বই এই অবস্থার জন্য দায়ী বলে মনে করছেন মনো-সমাজবিজ্ঞানীরা।

পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট হওয়া এবং হতাশার কারণে এসব ঘটনা ঘটছে বলে মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলছেন, পারিবারিক নানা জটিলতা তৈরি হলেও সমাজে কারো কাছে আশ্রয় না-পেয়েই নারীরা আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে। নারীদের এই আত্মহনন রোধ করতে সমাজ ও রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।

বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ও লেখক ডা. মুহিত কামাল এ প্রসঙ্গে বলেন, যারা তীব্র হতাশা ও অসহায়ত্বের মধ্যে আছেন, তাদের কাছে এ ধরনের ঘটনাই একমাত্র মুক্তির পথ। এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সংকটের কারণেই তখন ওই নারী আত্মহত্যার মতো মারাত্মক পথটি বেছে নেয়। তার কাছে অন্য কোনো পথ থাকে না।

এদিকে আত্মহননের এমন ঘটনা যখন দেশে একের পর এক ঘটে চলেছে তখন সম্পর্কের টানাপোড়েনে আছেন এমন অনেক নারীও এ পথ বেছে নিতে পারেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহমুদা ইসলাম সমকালকে বলেন, সমাজে ঘন ঘন এ ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকলে তা অন্য একজন নির্যাতিত নারীকে উৎসাহিত করবে এটাই স্বাভাবিক। নিজে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকলে এ ধরনের ঘটনা তাকে সাহস যোগায়। তিনি বলেন, যেকোনো মা মনে করেন, সন্তান হচ্ছে তার একান্ত নিজের সম্পদ। তার অবর্তমানে এই সন্তানকে

কোনোরকম কষ্ট, বিপদ বা অনিশ্চয়তায় রেখে যেতে চান না। এই ভাবনা থেকেই সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ ধরনের আত্মহননের ঘটনা রোধে সমাজ ও রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। এছাড়াও সামাজিক যে বন্ধনগুলো রয়েছে সেগুলোকে জোরদার করা জরুরি। একই সঙ্গে নারীদের শিক্ষার হার বাড়ানো ও স্বাবলম্বী হওয়াও এজন্য জরুরি বলে মনে করছেন তারা।

অধ্যাপক মাহমুদা ইসলাম বলেছেন, এমন অবস্থায় পরিবার বা আশেপাশের মানুষকে তার সঙ্গে থাকতে হবে। বোঝাতে হবে আত্মহননই সমাধান নয়। তাদেরকে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করতে হবে। সংসার ভেঙে যাওয়া বা যেকোনো নেতিবাচক ঘটনা জীবনে আসতেই পারে। এক্ষেত্রে মেয়েটি যে নিজেও আয় করতে পারে, সে ব্যাপারে মেয়েদের সচেতনতা দরকার। আর তাই শুধু শহর নয়, তৃণমূলের নারীদেরও শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার প্রতিবেদনে দেখা গেছে, জুলাই মাসে পাবিবারিক কলহের কারণে এবং পরকীয়ার জের ধরে নির্যাতিত হয়ে নিহত হয়েছে ৩৫ জন নারী এবং আহত হয়েছে ১০ জন নারী। অন্য এক পরিসংখ্যান মতে, গত ১০ বছরে সারা দেশে আত্মহত্যা করেছে ৪ হাজার ৭শ ৪৭ জন নির্যাতিত নারী। এই আত্মহত্যার পেছনে রয়েছে বঞ্চনা, নিপীড়ন, পারিবারিক নির্যাতন ও সামাজিক বৈষম্য। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, গত ছয় মাসে সারাদেশে ইভটিজিং, ধর্ষণ, আত্মহত্যা, শারীরিক নির্যাতনসহ নানা কারণে প্রাণ হারিয়েছে ৬৮ জন নারী।

আইরীন নিয়াজী মান্না স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সমকাল। mannajournalist@yahoo.com